জনগণের নির্বাচন ভাবনা

INNOVISION Consulting এর মাঠ গবেষণা – ফেব্রুয়ারি– মার্চ, ২০২৫

OFFICIAL

প্রকাশের তারিখ: ৮ মার্চ ২০২৫

গবেষণা পরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাপনা:

INNOVISION
Research | Technical Assistance | Project Management

জনগণের নির্বাচন ভাবনা

INNOVISION Consulting এর মাঠ গবেষণা – ফেব্রুয়ারি- মার্চ, ২০২৫

ভূমিকা

INNOVISION বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংস্থা। আমরা গত ১৬ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে আসছি। আমরা সামাজিক ও বাজার সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর গবেষণা করি। আমরা কাজ করছি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিয়ে। সংকট এবং জরুরি অবস্থা পরবর্তী সময়ে গবেষণা পরিচালনায় নেতৃত্বের জন্য INNOVISION বাংলাদেশে অত্যন্ত সমাদৃত। আমরা COVID-19 এর সময় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা নিরূপণে ফোন কল জরিপ শুরু করি। ৫ আগস্ট, ২০২৪ সালে অতীত সরকারের পতনের পর, INNOVISION বাংলাদেশস্পিকস চালু করে, যা দ্রুত জনগণের মতামত সংগ্রহ এবং প্রচারের জন্য একটি মাইক্রো পোলিং সাইট।

বিগত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ INNOVISION তার প্রথম অনলাইন ও মাঠ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে। এরপর, INNOVISION-এর দ্বিতীয় মাঠ গবেষণা ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় মাঠ গবেষণায় আমরা জানতে চেয়েছি বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনগণের নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গি, তারা কবে নির্বাচন চান, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারের কাছ থেকে তাদের কী প্রত্যাশা, তারা কাকে ভোট দিতে চান এবং ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় গুরুত্ব দেন। এছাড়াও, জনগণের ভোটের সিদ্ধান্তকে কোন নিয়ামকগুলো প্রভাবিত করে তা বোঝার চেষ্টা করেছি।

দেশের ৬৪ টি জেলায় ১০,৬৯০ নমুনার উপর পরিচালিত এই গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশ সরকার, রাজনৈতিক শক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কর্মরত সংস্থা, গবেষক, সাংবাদিক ও পেশাজীবিদের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিবে বলে আমরা আশা করি।

গবেষণা পদ্ধতি

- **নমুনার সংখ্যা:** ১০,৬৯৬ জন সম্ভাব্য ভোটার
- **নমুনার ভৌগোলিক সীমারেখা:** ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা
- **এলাকাভিত্তিক নমুনা:** ৭১% গ্রামীণ, ২৯% শহর;
- **লিঙ্গ ভিত্তিক নমুনা:** ৫৫% পুরুষ, ৪৫% নারী
- **প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব:**
    - জেন জি (১৮-২৮ বছর)-**৩৬%;**
    - মিলেনিয়ালস (২৯-৪৪ বছর)- **৩৪%;**
    - জেন এক্স (৪৫-৬০ বছর)- **১৮%;**

OFFICIAL

- বেবী বুমার্স ২ (৬১-৭০ বছর)-**৮%;**
- বেবী বুমার্স ১ (৭১-৭৯ বছর)-**৩%;**
- এবং যুদ্ধ-পরবর্তী প্রজন্ম (পোস্ট-ওয়ার)-**১%**।

- **ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব:**
  - ৮৯% মুসলিম
  - ১০% হিন্দু
  - ১% খ্রিস্টান
- **জাতিগত প্রতিনিধিত্ব:**
  - ২% ক্ষুদ্র নৃগোষ্টি
  - ৯৮% বাঙালি
- **নমুনার বিভাগীয় বিন্যাস:**
  - ঢাকা ২৬%
  - চট্টগ্রাম ১৯%
  - রাজশাহী ১৩%
  - খুলনা ১২%
  - রংপুর ১১%
  - ময়মনসিংহ ৭%
  - বরিশাল ৬%
  - সিলেট ৬%
- **তথ্য সংগ্রহ:** কম্পিউটার-এইডেড পার্সোনাল ইন্টারভিউ (CAPI)

OFFICIAL

জরিপের মূল বিষয়সমূহ

১। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনগণের কি প্রত্যাশা?

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের (আইজি) কাছ থেকে প্রত্যাশার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সূচকগুলি শীর্ষে রয়েছে; তুলনামূলকভাবে, সংস্কার কর্মসূচিতে ভোটারদের আগ্রহ কম।

- **মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ৬৯.৬%**
- **আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ৪৫.২%**
- **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ২৯.১%**
- সরকারি পরিষেবায় দুর্নীতি হ্রাস ২১.৮%
- নির্বাচনবান্ধব পরিবেশ ২০.২%
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সংস্কার ৯.৩%
- রাজনৈতিক সংস্কার ৯.৩%
- সাংবিধানিক সংস্কার ৫.৩%
- মন্তব্য করতে পারছি না ২.৭%
- অন্যান্য ১.৮%

২। প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতটা সফল?

- **মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ:** ৫৫.১% বলেছেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি; ৪২.৩৩% বলেছেন আংশিকভাবে পূরণ হয়েছে, ২.৬২% বলেছেন সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়েছে
- **আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি:** ৫৮.২% বলেছেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি; ৪০.৩৩% বলেছেন আংশিকভাবে পূরণ হয়েছে, ১.৪% বলেছেন সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়েছে,
- **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** ৭৪.২১% বলেছেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি; ২৪.৬৪% বলেছেন আংশিকভাবে পূরণ হয়েছে, ১.২% বলেছেন সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়েছে

OFFICIAL

৩। চাঁদাবাজি : ৪১% উত্তরদাতার মতে, গত ছয় মাসে চাঁদাবাজির হার বেড়েছে; **২৯.৮%** বলেছেন চাঁদাবাজি কমেছে; **১৭.৮%** বলেছেন চাঁদাবাজি আগের মতোই আছে এবং **১১.৪%** কোনো মন্তব্য করেনি।

জনগণের একটি বড় অংশ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে অসন্তুষ্ট। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে এই বিষয়গুলো রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠবে।

তুলনামূলকভাবে শহরাঞ্চলের ভোটারদের বেশি শতাংশ মনে করেন চাঁদাবাজির পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে

চাঁদাবাজির পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা (গ্রামীণ বনাম শহরাঞ্চল)

শহরাঞ্চলের ভোটার

- বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬.৭৪%
- কমেছে ২৩.৭৮%
- একই ১৮.৪৭%
- মন্তব্য করতে পারছি না ১১.০০%

গ্রামীণ ভোটার

- বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৮.৬০%
- কমেছে ৩২.২৭%
- একই একই ১৭.৫২%
- মন্তব্য করতে পারছি না ১১.৬০%

৪। ভবিষ্যৎ সরকারের কাছ থেকে ভোটারদের প্রত্যাশা

অর্থনৈতিক বিষয়গুলো ভোটারদের অগ্রাধিকারের শীর্ষে

- **মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা ৭১%**
- **আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ৫২%**
- **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ৪০%**
- সরকারি সেবায় দুর্নীতি হ্রাস ৩৩%
- দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত ২২%
- সরকারি সেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি ২১%

OFFICIAL

- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নত পরিস্থিতি ১৯%
- জুলাই বিপ্লবের সময় হত্যার বিচার ১৬%
- পুলিশ, র‍্যাবের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্কার ১৪%
- রাজনৈতিক সংস্কার ১৩%
- সাংবিধানিক সংস্কার ৯%
- মন্তব্য করতে পারছি না ৩%
- অন্যান্য ২%

শহরাঞ্চলের ভোটাররা সংস্কার কর্মসূচিকে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন:

শহরাঞ্চলের ভোটার

- পুলিশ, র‍্যাবের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্কার ১৬.৪১%
- রাজনৈতিক সংস্কার ১৮.৪৭%
- সাংবিধানিক সংস্কার ১১.০৩%
- মন্তব্য করতে পারছি না ২.৫১%
- অন্যান্য ১.৯১%

গ্রামীণ ভোটার

- পুলিশ, র‍্যাবের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্কার ১২.২৯%
- রাজনৈতিক সংস্কার ১১.৩৮%
- সাংবিধানিক সংস্কার ৭.৬৪%
- মন্তব্য করতে পারছি না ২.৫০%
- অন্যান্য ২.১৩%

এই ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে **ভোটাররা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সরকারি পরিষেবায় স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা আশা করছে। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে, যা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখবে।**

OFFICIAL

৫। নির্বাচনের সময়সূচি

৩১.৬ % ভোটার ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন চান (৯৫% বিশ্বাসযোগ্যতা সীমা সহ ত্রুটি মার্জিন +/−১.১৯%;) ২৬.৫ % ভোটার চান পরবর্তী নির্বাচন ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে হোক (ত্রুটি মার্জিন =+−১.১৩)

জুন ২০২৫ **৩১.৬%**

ডিসেম্বর ২০২৫ **২৬.৫%**

জুন ২০২৬ **৭.৯%**

ডিসেম্বর ২০২৬ **৬.৬%**

ডিসেম্বর ২০২৬ এর পরে **১০.৯%**

আমি মন্তব্য করতে পারছি না **১৬.৪%**

শহরাঞ্চলের ভোটারদের (২৩.৯৫%) তুলনায় গ্রামীণ ভোটারদের (৩৪.৪১%) উচ্চতর শতাংশ জুন ২০২৫ সালের মধ্যে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন চান।

শহরাঞ্চলের ভোটার

জুন ২০২৫ – ২৩.৯৫%

ডিসেম্বর ২০২৫ – ২৬.৪৬%

জুন ২০২৬ – ১০.১৮%

ডিসেম্বর ২০২৬ – ৭.৩৫%

ডিসেম্বর ২০২৬ এর পরে – ১৬.০৩%

আমি মন্তব্য করতে পারছি না – ১৬.০৩%

গ্রামীণ ভোটার

জুন ২০২৫ – ৩৪.৪১%

ডিসেম্বর ২০২৫ – ২৬.৫৮%

জুন ২০২৬ – ৭.১১%

ডিসেম্বর ২০২৬ – ৬.৩২%

ডিসেম্বর ২০২৬ এর পরে – ৯.০৪%

আমি মন্তব্য করতে পারছি না – ১৬.৫৩%

OFFICIAL

৬। দল না প্রার্থী? ভোটাররা কী বিবেচনা করে?

ভোটারদের কাছে দলের চেয়ে প্রার্থী গুরুত্বপূর্ণ।

আমি পূর্ববর্তী প্রার্থীর কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিই ৩৮.১%
আমি সবসময় একই দলকে ভোট দিই ২১.৬%
উপরের কোনটিই নয় ১৪.২%
আমি মন্তব্য করতে পারছি না ৮.৮%
প্রযোজ্য নয় (নতুন ভোটারদের জন্য) ৮.৮%
আমি প্রতিটি নির্বাচনে ভিন্ন দলকে ভোট দিই ৮.৬%

৭। দল এবং প্রার্থীর বাইরে, কোন বিষয়গুলি ভোটের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে?

২১.৬% বলেছেন তৃণমূল রাজনীতি তাদের ভোটকে প্রভাবিত করবে; ২০.৫% বলেছেন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তাদের ভোটকে প্রভাবিত করবে, জুলাই অভ্যুত্থানের সাথে আদর্শিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ১৬.৪ % ভোটারের কাছে; আগামী নির্বাচন হতে পারে আদর্শভিত্তিক লড়াই

স্থানিয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক কার্যক্রম ২১.৬%
ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আদর্শ ২০.৫%
নির্বাচনী ইস্তেহারে জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন ১৮.৮%
জুলাই অভ্যুত্থানের সাথে আদর্শিক অবস্থান ১৬.৪%
স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শভিত্তিক রাজনীতি ৯.৭%
নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ৭.৬%
রাজনৈতিক দলগুলোর ভারত নীতি ৩.২%

OFFICIAL

৮। ভোটের সিদ্ধান্তে কার অভিমত গুরত্বপূর্ণ?

পরিবার ও প্রতিবেশীর মন্তব্য পাবে অগ্রাধিকার- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের শিরোনাম হতে পারে নির্ণায়ক

পরিবারের সদস্য ৪৭.০৭%

প্রতিবেশী ১৯.৮৮%

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের খবর (ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব, টিকটক ইত্যাদি) ১৮.২৮%

টেলিভিশন সংবাদ ১৫.১৮%

ইউটিউব বা ফেসবুক বা টিকটক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্সারদের ভিডিও ৫.০৫%

সংবাদপত্র/অনলাইন সংবাদপত্র ৪.২৫%

৯। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভোটদানের অভিজ্ঞতা

নতুন ভোটার এবং যারা গত তিনটি নির্বাচনে ভোট দেননি, তারা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের ভোটারদের অর্ধেক

নতুন ভোটার ১১.২%

গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনের কোনওটিতেই ভোট দেননি ৩৯.৪%

গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনের অন্তত একটিতে ভোট দিয়েছেন ৪৯.৪%

OFFICIAL

১০। কাকে ভোট দেবেন- ভোটাররা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

২৯.৪% এখনো সিদ্ধান্ত নেননি (৯৫% বিশ্বাসযোগ্যতা সীমা সহ ত্রুটি মার্জিন +/-.১%;)

হ্যাঁ ৬২.০%
না ২৯.৪%
আমি মন্তব্য করতে পারছি না ৮.৬%

শহরাঞ্চলের ভোটারদের উচ্চ শতাংশ এখনও সিদ্ধান্তহীন

শহরাঞ্চলের ভোটার
হ্যাঁ ৫২%
না ৩৫%
আমি মন্তব্য করতে পারছি না ১৪%

গ্রামীণ ভোটার
হ্যাঁ ৬৬%
না ২৭%
আমি মন্তব্য করতে পারছি না ৭%

অন্যান্য প্রজন্মের ভোটারদের তুলনায়, জেন জি (১৮-২৮ বছর) ভোটারদের উচ্চ শতাংশ (৩৩.৬৪%) কাকে ভোট দেবেন সে সম্পর্কে অনিশ্চিত।

কাকে ভোট দেবেন তা নিয়ে অনিশ্চিত

- জেন জি (১৮-২৮ বছর) - ৩৩.৬৪%
- মিলেনিয়াল (২৯-৪৪ বছর) - ২৮.০৬%
- জেন এক্স (৪৫-৬০ বছর) - ২৫.৫৩%
- বুমারস II (৬১-৭০ বছর) - ২৫.৯৯%
- বুমারস I (৭১-৭৯ বছর) - ২৬.০০%
- যুদ্ধ-পরবর্তী (৮০-৯৭ বছর) - ২১.২৫%

পুরুষ ভোটারদের (২৫.৮১%) তুলনায় নারী ভোটারদের উচ্চ শতাংশ (৩৩.৭৭%) সিদ্ধান্তহীন

OFFICIAL

যারা ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি, তাদের মধ্যে ৪৯.৩% বলেছেন যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের প্রার্থীকে জানা প্রয়োজন; ৯.৭% মূলধারার দলগুলির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন

- প্রার্থী কে হবেন তা নিশ্চিত নই ৪৯.৩%
- আমি সাধারণত নির্বাচনের আগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আমার সিদ্ধান্ত নিই ৩৩.৯%
- আমি নির্বাচন নিয়ে ভাবছি না ১৪.৯%
- আমি মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশ্বাস করি না ৯.৭%
- আমি মন্তব্য করতে পারছি না ৬.৫%
- আমি জানি না আমার প্রিয় দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা ৬.১%
- আমি কোনও বিকল্প রাজনৈতিক দল দেখতে পাচ্ছি না ৩.৭%
- অন্যান্য ০.৬%

অনেক ভোটার এখনো অনিশ্চিত, এবং তারা দলীয় আনুগত্যের পরিবর্তে প্রার্থীর যোগ্যতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। রাজনৈতিক প্রচার এবং জনগণের আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এ এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

১১। যদি এখন নির্বাচন হয়, তাহলে ভোটাররা কাকে ভোট দেবে?

যারা ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩৪.৩%) ভোটার কাকে ভোট দেবেন তা জানাতে অস্বীকার করেছেন।

মতামত দিয়েছেন ৬৫.৭%
মতামত দিয়েছেন ৩৪.৩%

এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র যারা ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই (৬৫.৭%) উত্তরদাতাদের মতামতকে

ভোটারদের মধ্যে যারা তাদের ভোটদানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন (৬৫.৭%), এই ভোটারদের মধ্যে ভোটের বন্টন নিম্নরূপ:

- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি):** ৪১.৭% **(৯৫% বিশ্বাসযোগ্যতা সীমা সহ ত্রুটি মার্জিন ±১.৪৬%;)**
- **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী:** ৩১.৬% **৯৫% বিশ্বাসযোগ্যতা সীমা সহ ত্রুটি মার্জিন ±১.৩৮%;)**

OFFICIAL

- **আওয়ামী লীগ:** ১৩.৯% **(৯৫% বিশ্বাসযোগ্যতা সীমা সহ ত্রুটি মার্জিন ±১.০৩%)**
- **ছাত্র নেতৃত্বাধীন নতুন রাজনৈতিক দল:** ৫.১% ৫.১% **(৯৫% বিশ্বাসযোগ্যতা সীমা সহ ত্রুটি মার্জিন ±০.৬৫%)**
- **অন্যান্য:** ৭.৬%

বরিশাল (৩৯.৬৬%), চট্টগ্রাম (৪৭.৮২%), ঢাকা (৪৪.৭১%), ময়মনসিংহ (৪৪.৬০%), রাজশাহী (৪২.৬৮%) এবং সিলেট বিভাগে (৫১.০২%) এগিয়ে রয়েছে বিএনপি।

খুলনায় (৪৬.৩২%) এবং রংপুর বিভাগে (৪৪.৯১%) জামায়াত এগিয়ে।

এই জরিপের ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি বিএনপি এগিয়ে ও জামায়াতে ইসলামী শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে. পাশাপাশি, নতুন ছাত্র নেতৃত্বাধীন দল এবং অন্যান্য ছোট দলগুলোও কিছু ভোটার আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, যে ৩৪.৩% ভোটার কাকে ভোট দেবেন তা জানাতে অস্বীকার করেছেন, তাদের সিদ্ধান্তও ভোটের ফলাফলে পভাব ফেলতে পারে। তবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা এবং নির্বাচনী প্রচারণার গতিপথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা শেষ মুহূর্তে ভোটারদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে।

১২। অন্যান্য ফলাফল

- ছাত্র সমর্থিত নতুন রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বেশি ভোট শেয়ার রয়েছে চট্টগ্রামে (৭.৩৫%)
- গ্রামাঞ্চলে বিএনপির ভোটের হার বেশি (৪২.২%) শহরাঞ্চলের তুলনায় (৩৯.৭%)
- শহরাঞ্চলের তুলনায় (৩০.৪%) গ্রামাঞ্চলে জামায়াতের ভোটের হার বেশি (৩১.৯%)
- ছাত্র সমর্থিত নতুন রাজনৈতিক দলের ভোটের হার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় (৪.১%) শহরাঞ্চলে বেশি (৮.৯%)
- যারা বিএনপিকে ভোট দেবেন তাদের মধ্যে জেন জি (১৮-২৮ বছর) ভোটের ভাগ সর্বনিম্ন (৩৫.৫%) এবং জেন এক্স (৪৫-৬০ বছর) ভোটের ভাগ সর্বোচ্চ (৪৭.০%)
- যারা জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেবেন তাদের মধ্যে জেন জি (১৮-২৮ বছর) ভোটের ভাগ সর্বোচ্চ (৩৪.২%); তারপর মিলেনিয়াল (২৯-৪৪ বছর) ভোটের ভাগ (৩১.২%);
- যারা ছাত্র সমর্থিত নতুন দলকে ভোট দেবেন তাদের মধ্যে জেন জি (১৮-২৮ বছর) ভোটের ভাগ সর্বোচ্চ ১০.১%, তারপর মিলেনিয়াল (২৯-৪৪ বছর) ভোটের ভাগ (৩.৮%)
- অন্যান্য প্রজন্মের ভোটারদের তুলনায়, জেন জি (১৮-২৮ বছর) ভোটারদের উচ্চ শতাংশ (৩৩.৬৪%) তাদের ভোটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনিশ্চিত
- পুরুষ ভোটারদের (২৫.৮১%) তুলনায়, নারী ভোটারদের (৩৩.৭৭%) বেশি শতাংশ তাদের ভোটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনিশ্চিত

OFFICIAL

- পুরুষ ভোটারদের (২৯.৯০%) তুলনায় নারী ভোটারদের (৪০.৭০%) বেশি শতাংশ কাকে ভোট দেবেন সে বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেননি।

১১। আমাদের পূর্ববর্তী ফলাফলের সাথে বর্তমান ফলাফলের তুলনা কেমন?

- সিদ্ধান্ত না নেওয়া ভোটারদের শতাংশ হ্রাস পেয়েছে (আগে ৩৪%, এখন ২৯%)
- বিএনপির ভোট ৩৩.৮৭% থেকে বেড়ে ৪১.৬৯% হয়েছে
- জামাতে ইসলামের ভোট ২২.৫৮% থেকে বেড়ে ৩১.৫৬% হয়েছে
- আওয়ামী লীগের ভোট ৮.০৬% থেকে বেড়ে ১৩.৯৬% হয়েছে
- ছাত্র সমর্থিত নতুন দলের ভোট ১৬.১৩% থেকে কমে ৫.১৪% হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: আমরা পরিমাপের জন্য আমাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছি। যেসব ভোটার সিদ্ধান্ত নেননি এবং যারা মন্তব্য করেননি তাদের এখন আলাদাভাবে রিপোর্ট করা হচ্ছে এবং ভোটদানের ভাগ থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। প্রকাশিত ফলাফল শুধুমাত্র ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ – ৩ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত জরিপ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

INNOVISION Consulting সম্পর্কে

INNOVISION Consulting একটি বাংলাদেশ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংস্থা। আমরা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরামর্শক এবং ব্যবস্থাপনা সংস্থা। আমরা গত ১৬ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে আসছি। আমরা সামাজিক ও বাজার সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর গবেষণা করি। আমরা কাজ করছি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিয়ে।

মিডিয়া সংযোগের জন্য যোগাযোগ করুন:

INNOVISION Consulting
Level 3 and 4 Plot, 26, Road 6, Block J,
Baridhara Pragati Sarani, Dhaka 1212
ইমেইল: info@innovision-bd.com, ফোন: +৮৮০১৭১৩০৩৩৪৪৭
ওয়েবসাইট: www.innovision-bd.com

OFFICIAL